

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ২৭, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১২ ভাদ্র ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৭ আগস্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৩(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১০ ভাদ্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৫ আগস্ট, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ৪৩ নং অধ্যাদেশ

ইপিজেড শ্রমিক সংঘ ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০০৪ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু ইপিজেড শ্রমিক সংঘ ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৩ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

(৫৫২৭)

মূল্য ৪ টাকা ২.০০

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এতদ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ ইপিজেড শ্রমিক সংঘ ও শিল্প সম্পর্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০৮ সনের ২৩ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।—ইপিজেড শ্রমিক সংঘ ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০০৮ (২০০৮ সনের ২৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৪) এর—

(ক) দফা (ক) এর “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর—

(অ) “অনধিক পনেরটি” শব্দগুলির পরিবর্তে “অনধিক পনের এবং অন্যান্য পাঁচটি” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) শেষ প্রাপ্তস্থিত দাড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নূতন দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

“(গ) ভোট প্রদানের যোগ্য শ্রমিকদের সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) এর অধিক হইলে, নির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫ (পাঁচ) জনের উপর প্রতি ১০০ (একশত) জনে ১ (এক) জন অনুপাতে বর্ধিত হইবে; তবে উক্ত সদস্য সংখ্যা দফা (খ) তে উল্লিখিত ১৫ (পনের) এর অধিক হইবে না; যোগ্য শ্রমিক সংখ্যা প্রতি ১০০ (একশত) জন নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি শ্রমিক সংখ্যার কোন ভগ্নাংশ হয়, তাহা হইলে উক্ত ভগ্নাংশের আলোকে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা যদি ৫০ জনের নিম্নে হয় তাহা হইলে পূর্ববর্তী পূর্ণ সংখ্যা এবং যদি ৫০ জনের অধিক হয় তাহা হইলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া উক্ত সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে।”।

৩। ২০০৮ সনের ২৩ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর “২০০৮” সংখ্যার পরিবর্তে “২০১০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ২০০৮ সনের ২৩ নং আইনের ধারা ৮৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর “২০০৮” সংখ্যার পরিবর্তে “২০১০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩)(ক) এর “২০০৮” সংখ্যার পরিবর্তে “২০১০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। ২০০৪ সনের ২৩ নং আইনে নূতন ধারা ৫৯ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“৫৯ক। ইপিজেড শ্রম ট্রাইব্যুনাল ও ইপিজেড শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।—(১) ধারা ৫৬ এর অধীন ইপিজেড শ্রম ট্রাইব্যুনাল ও ধারা ৫৯ এর অধীন ইপিজেড শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), অতঃপর এই ধারায় শ্রম আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রম আদালত ও ধারা ২১৮ এর অধীন গঠিত শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যথাক্রমে ইপিজেড শ্রম ট্রাইব্যুনাল ও ইপিজেড শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) শ্রম আইনের অধীন একাধিক শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত আদালতসমূহের প্রত্যেক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহ নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

(৩) শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচার অথবা অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়, প্রশ্ন বা বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন উহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিবে।”।

তারিখ : ১০-৫-১৪১৫ বঙ্গাব্দ
২৫-৮-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দীন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব।